

রাতুল ভীষণ চঞ্চল একটা ছেলে। কিন্তু সে দৌড়াপ করে সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার নিয়মিত দুধ খাওয়া খুব প্রয়োজন। সে ছোটোছুটি করে সব খায় কিন্তু দুধ খেতে চায় না। অথচ রাতুলের বাড়িতে দুধের কোনও অভাব নাই।



রাতুলের বাবার ছোট বড়ো মিলিয়ে মোট পাঁচটা গোরু, দুইটা বাছুর আছে। গাভীর দুধ তাদের বাছুর দুটা হাপুসহপুস করে খায়। রাতুল তাদের দুধ খাওয়া দেখে খুব হাসে।

ঘরের অন্যান্য সদস্যরা সবাই দুধ খায়, কিন্তু রাতুল খায় না। তাকে দুধ খেতে দিলে সে দৌড়ে পালায়।





রাতুলের মা খুব চিন্তায় থাকেন। কারণ রাতুল যদি দুধ না খায় তাহলে তার শরীর তো দুর্বল হয়ে যাবে। তিনি ভাবলেন রাতুলকে দুধ খাওয়ানো খুব জরুরি।

একদিন সকালে মা রাতুলের সঙ্গে গল্প বলা শুরু করলেন। মা রাতুলকে গল্পের মাধ্যমে বোঝাতে চাইলেন যে, দুধ একটি উপকারী পানীয়। দুধ আমাদের শক্তিশালী করে ও বুদ্ধিমান হতে সাহায্য করে।



রাতুল যখন বিকেলে ভাইয়ের হাত ধরে মাঠে খেলতে গেল তখন মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছিল, দৌড়াদৌড়ি করছিল। বড়ো ভাই রাতুলকে বলল, ওরা প্রতিদিন দুধ খায় বলে এত বেশি দৌড়াতে পারছে এবং ফুটবল খেলছে। তুমি যদি দুধ না খাও তবে শক্তিশালী হতে পারবে না তখন কেউ তোমাকে খেলতেও নেবে না।

